132

দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 25 APR 1998 ...
পৃষ্ঠা ... ৬ কলাম ... ২ ...

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় □ হলে হলে ছাত্রলীগের ঝান্ডা □ পরিস্থিতি ভয়াবহ

ছাত্রদলের ক্যাম্পাস অভিযান রোববার

ছাত্রলীগ বলেছে প্রতিহত করা হবে

বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা ।। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস পরিস্থিতি এখন চরম উত্তপ্ত। ভয়াবহ বিস্ফোরণ হতে পারে যেকোন সময়। ছাত্রদল রোববার ক্যাম্পাসে ভিসি অফিস ঘেরাওয়ের কর্মসূচি ঘোষণা করেছে। ছাত্রলীগ তাদেরকে যেকোন মূল্যে প্রতিরোধ ও প্রতিহত করবে বলে ঘোষণা দিয়েছে। ছাত্রলীগের ৪টি গ্রুপ এখন একক নিয়ন্ত্রিত ক্যাম্পাসের ১১টি হল ভাগাভাগি করে নিয়ন্ত্রণ করছে। বিভিন্ন সূত্রে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী এ হলগুলোতে অসংখ্য বহিরাগত ক্যাডার ও অবৈধ অস্ত্রের সমাবেশ ঘটানো হয়েছে। ৪টি ক্যাডার গ্রুপকে সংগঠনের উচ্চপর্যায় হতে হলগুলো নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব ভাগাভাগি করে দেয়া হয়েছে। ক্যাম্পাস ও পার্শ্ববর্তী এলাকাসমূহে আর্মড পুলিশসহ অসংখ্য পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। সাধারণ ছাত্ররা সম্ভাব্য সংঘাত ও অস্থিতিশীল পরিস্থিতির জন্য আশংকা প্রকাশ করছে এবং অনেকে হল ছেড়ে চলে যাচ্ছে।

ছাত্রদল ও ছাত্রলীগের গোলাগুলিতে ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় নেতা পার্থপ্রতিম আচার্য্য নিহত হলেও ছাত্রলীগের মধ্যে গোটা ক্যাম্পাসে নিজেদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার আনন্দই মুখ্য বলে ক্যাম্পাস সূত্রে জানা গেছে। ক্যাম্পাস থেকে বিতাড়িত ছাত্রদলের নিয়ন্ত্রিত হলগুলো ছাত্রলীগের দখলে আসায় সব গ্রুপই উচ্ছ্বসিত। নতুন দখলকৃত হলগুলোতে তাদের নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখার জন্য সর্বাত্মক প্রস্তুতি নেয়া হয়েছে।

ছাত্রদল গত বৃহস্পতিবার ঘোষিত কর্মসূচি অনুযায়ী আগামীকাল রোববার ক্যাম্পাসে আসবে। তাদের হাতছাড়া হয়ে যাওয়া হলগুলো ফিরিয়ে দেয়ার দাবিতে উপাচার্যের অফিস ঘেরাও করবে। আগামীকালের মধ্যেই তাদের দাবি বাস্তবায়িত না হলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে অচল করে দেয়ার জন্য যেকোন কর্মসূচি তারা নেবে। এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত পরিবহনও তারা বন্ধ করে দেবে।

ছাত্রলীগ বলেছে ঃ ছাত্রলীগ নেতাকে হত্যা ও নির্বিচারে গুলি চালানো এবং ক্যাম্পাসে ছাত্রী লাঞ্ছিত করার কারণে ছাত্রদলকে যেকোন মূল্যে প্রতিরোধ ও প্রতিহত করা হবে। এ ব্যাপারে ছাত্রলীগ সাধারণ সম্পাদক ইসহাক আলী খান পান্না বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে সন্ত্রাসীদের ঠিকানা হতে পারে না। আগামী রোববার তাদেরকে ক্যাম্পাসে আসতে দেয়ার কোন প্রশ্নই উঠে না। সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে অতীতের মত যেকোন মূল্যে সন্ত্রাসীদের প্রতিরোধ ও প্রতিহত করা হবে।

ছাত্রলীগের সবকটি গ্রুপই হলগুলোর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে বর্তমানে ক্যাম্পাসে অবস্থান করছে। প্রত্যেক গ্রুপই বহিরাগত ক্যাডারদের এনে হলগুলোতে জড়ো করেছে। এর আগে ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগের ৩টি গ্রুপের একাধিপত্য থাকলেও নতুন ৪টি হল দখল হওয়ায় সেগুলোতে বাকি গ্রুপটিকে স্থান করে দেয়া হয়েছে। অভ্যন্তরীণ কোন্দলে দীর্ঘদিন ক্যাম্পাসের বাইরে থেকে বর্তমানে জসীম উদ্‌দীন হল, বঙ্গবন্ধু হল ও জিয়া হলে তাদের অবস্থানকে সুদৃঢ় করেছে এই গ্রুপ। গ্রুপটি 'বহুজাতিক গ্রুপ' হিসেবে পরিচিত থাকলেও আবার গোপালগঞ্জ গ্রুপে রূপ নিয়েছে। এ গ্রুপটির নেতৃত্ব দিচ্ছে সংগঠন থেকে বহিষ্কৃত দু'জন ক্যাডার নেতা।

সূর্যসেন হল, মুহসীন হল ও এফ রহমান হলের নিয়ন্ত্রণ করছে রতন–তমি গ্রুপটি। জহুরুল হক হল ও এস এম হল নিয়ন্ত্রণ করছে শামীম গ্রুপ। শহীদুল্লাহ হল ও ফজলুল হক হল দুটি নিয়ন্ত্রণ করছে ইকবাল হোসেন অপু গ্রুপ। জগন্নাথ হল সম্পর্কে এখনো স্পষ্ট কোন ধারণা পাওয়া যায়নি। একটি নির্ভরযোগ্য ক্যাম্পাস ঃ পৃঃ ১১ কঃ ৪

ক্যাম্পাস ঃ পরিস্থিতি ভয়াবহ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

সূত্র জানায়, সংগঠনের উচ্চ পর্যায় হতে হলগুলো নিয়ন্ত্রণের দায়িত্বভার ভাগাভাগি করে দেয়া হয়েছে।

সূত্র আরো জানায়, নতুন দখলকৃত ৪টি হলের মধ্যে প্রতিটি হল পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করার জন্য কেন্দ্রীয় কয়েকজন নেতাকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। যেমন–যুগ্ম সম্পাদক শাজাহান আলম সাজু ও কেন্দ্রীয় নেতা আসাদুল হক আসাদ জিয়া হল, যুগ্ম সম্পাদক–২ আফজাল বাবু ও প্রচার সম্পাদক কাজী এবাদত হোসেন বঙ্গবন্ধু হল এবং সাংগঠনিক সম্পাদক অজয় কর খোকন, বিশ্ববিদ্যালয় শাখা সাধারণ সম্পাদক আবদুল ওয়াদুদ খোকন ও সাংগঠনিক সম্পাদক সাজ্জাদ হোসেন জসীম উদ্‌দীন হল পর্যবেক্ষণ করবেন।

কেন্দ্রীয় কমিটির নির্দেশ অনুযায়ী কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে তারা পর্যবেক্ষণের রিপোর্ট পেশ করবেন। ক্যাম্পাস পরিস্থিতি সম্পর্কে উপাচার্য অধ্যাপক ডঃ এ কে আজাদ চৌধুরী জানান ঃ বিতাড়িত ছাত্রদল নেতাকর্মীদের ব্যাপারে তিনি বলেন– সবাইকে তাদের নিজ নিজ হলে তুলে দেয়ার চেষ্টা করব। সবগুলো হলে বহিরাগত এবং বিশেষ করে জসীম উদ্‌দীন হল, বঙ্গবন্ধু হল ও জিয়া হলে বেশি রয়েছে এ ধরনের প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত জবাবে তিনি বলেন, তাদেরকে দূর করার ব্যবস্থা করব। ছাত্রদলের কর্মসূচি সম্পর্কে উপাচার্যকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন– ''আমার কি করার আছে?''

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় হতে একটি সূত্রে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী গতকাল শুক্রবার ছাত্রলীগের কর্মীরা আল বেরুনী হল থেকে ছাত্রদলকে বিতাড়িত করে তাদের একক দখলদারিত্ব কায়েম করেছে।